আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক ইউএস কমিশন (U.S. Commission on International Religious Freedom, USCIRF) হল স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি সংস্থা। এটি হল আমেরিকান কংগ্রেস দ্বারা সৃষ্ট একটি স্বাধীন, দ্বিদলীয় ইউএস সরকারের পরামর্শদাতা সংগঠন, যা বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর নজর রাখে এবং রাষ্ট্রপতি, সেক্রেটারি অব স্টেট ও কংগ্রেসের কাছে নীতিমালা সম্পর্কিত সুপারিশ পেশ করে। আমাদের সংবিধিবদ্ধ অঙ্গীকার ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বজনীন ঘোষণা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক নথিতে প্রাপ্ত মানদণ্ডগুলোর ভিত্তিতে USCIRF এই সুপারিশগুলো পেশ করে। কমিশনার ও পেশাদার কর্মীরা ঘটনাস্থলে অমর্যাদার ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করা এবং ইউএস সরকারের কাছে স্বাধীন নীতিগত সুপারিশগুলো করার দ্বারা এক বছর ধরে যে কাজ করেছেন, 2016 সালের বার্ষিক রিপোর্টটি তারই একটি সংকলন। 2016 সালের বার্ষিক রিপোর্টে 1 ফেব্রুয়ারি 2015 থেকে 29 ফেব্রুয়ারি 2016 পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও কিছু ক্ষেত্রে এই সময়সীমার পরে সংঘটিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ

2015 সালে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, স্বঘোষিত নাস্তিক, ধর্ম নিরপেক্ষ ব্লগারদের হত্যা করেছে, হুমকি দিয়েছে, নির্যাতন ও হয়রানি করেছে। যদিও শাসক আওয়ামী লীগ এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তদন্ত করেছে গ্রেপ্তারি চালায়, এবং সহিংস অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সুরক্ষা বৃদ্ধি করে সম্ভাব্য হামলার, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সুশীল সমাজ ইত্যাদি আগামী লক্ষ্যবিন্দুগুলোর জন্য, যা ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় সন্ত্রাসের আসন্ন লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বেআইনিভাবে জমির অধিকারী হওয়া, সাধারণভাবে বলা যায় জমি জবরদখল, স্বত্বাধিকারের গোলমালের ব্যাপক বিস্তৃতি। বিশেষত ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের সাথে, যাঁরা মূলত হিন্দু ও খ্রিস্টান ও নিজেদেরকে অসহায় বোধ করছেন। অন্যান্য বিষয় হলো চিটাগাং হিল ট্র্যাকের বাস্তবায়ন ও রোহিঙ্গা মুসলমান। 2015 মার্চে USCIRF-এর সদস্যরা ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে যান।

প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র মূলত শাসক আওয়ামী লীগ ও প্রধান বিরোধী দল বিএনপির মধ্যে বিভক্ত। 05 জানুয়ারী 2014 তারিখে বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা অবাধ বা নিরপেক্ষ ছিল না, বাংলাদেশে 64টি জেলার মধ্যে 16টিতে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতা ঘটেছিল। জঘন্যতম আক্রমণগুলো ঘটেছিল সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে। অনেক হিন্দুর সম্পত্তি লুট, ধ্বংস করা বা আগুন লাগানো হয়েছিল, এবং শত শত হিন্দু তাঁদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলোকেও আক্রমণের নিশানা করা হয়েছিল। বেশিরভাগ আক্রমণগুলোর দায় আরোপিত হয়েছিল বিএনপি ও মূল ইসলামি দল জামাত ই ইসলামির (জামাত) বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির উপরে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় 90 শতাংশ সুন্নি মুসলমান। হিন্দুরা হলেন মোট জনসংখ্যার 9.5 শতাংশ, এবং খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সহ অন্য সকল ধর্মের মানুষ হলেন এক শতাংশের কম।

আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মীয় সংখ্যা লঘুরা:

প্রতিবেদনটি পেশ করার সময়েই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা, খ্রিস্টান পেশাজীবী, শিয়া মুসলিম, হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর হত্যা, আক্রমণ, হুমকির ঘটনা ঘটেছে,ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলা হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর দায় আরোপ করা হয়েছে অথবা স্বীকার করে নিয়েছে

দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) এবং ইসলামিক স্টেট অব্- ইরাক ও লেভান্তে (আইএসআইএল) দ্বারা। যদিও বাংলাদেশ দেশের মধ্যে ISIL এর উপস্থিতির কথা অস্বীকার করেছে। এদিকে অন্য একটি আশাপ্রদ বার্তায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে বলা হয়েছে সরকার ও পুলিশ সক্রিয়ভাবেই তদন্ত, গ্রেপ্তারি, আক্রমণকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যারা হুমকি ও হামলায় অভিযুক্ত--মামলা দায়ের করেছে, এবং তারা নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিশেষত ধর্মীয় ছুটির দিন ও উৎসবের দিনগুলোতে। ধর্মীয় নেতারা আরো জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া এবং সংখ্যাগুরু সুন্নী সহ সমস্ত ধর্মীয় নেতারা জনতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত বিবৃতিতে নিন্দা করেছেন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনার। যদিও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর রিপোর্টে এ কথাও বলা হয়েছে যে কখনো কখনো রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মীয় বিভাজনকারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং কার্যকলাপ ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

ব্লগারদের হত্যা এবং হত্যার হুমকি: 2015 সালে চার বাংলাদেশি নাগরিক - ওয়াশিকুর রহমান বাবু, অনন্তবিজয় দাশ, নীলয় চট্টোপাধ্যায়, ফয়সাল আরেফিন দীপন এবং একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান অভিজিৎ রায়কে তাঁদের ধর্ম নিরপেক্ষতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা, এবং রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে লেখালেখি করার জন্য হত্যা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশীয় আল কায়দা(AQIS), আনসার আল ইসলাম ও আনসারুল্লা বাংলা টিম(ABT) এই হত্যার দায় স্বীকার করে। সরকারি বক্তব্য অনুযায়ী রায়, বাবু, বিজয় দাশ,চ্যাটার্জীর হত্যার দায়ে প্রায় 30 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়াও 2015 সালের 31 ডিসেম্বর দুজনকে 2013 তে ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারকে হত্যার দায়ে ফাঁসীর রায় শোনানো হয়েছে এবং আরো 6 জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে । তাদের বিরুদ্ধে হুমকি এবং সাথে সাথে হত্যার জন্য "হিট লিস্টে" থাকা ব্যক্তিদের নামের তালিকার ইন্টানেট সহ সমস্ত মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, অনেককে দেশ ছেড়ে যেতে বা বাসস্থান ছেড়ে সরে থাকতে বাধ্য করেছে।

জমি দখল: এছাড়া রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের দ্বারা জমি দখল একটি তাৎপর্যবাহী ঘটনা যা বাংলাদেশ জুড়ে ঘটছে। জমি ও সম্পত্তির মালিকের উপর হামলা, ঘর বাড়িতে আগুন দেওয়া এই ঘটনাগুলো মূলত জমি দখলের ঘটনাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দুরা মনে করে যে, তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বহীনতাই তাদের দুর্বল শিকারে পরিণত করেছে। এই সমস্যা সব সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলে, যদিও এটা ধরা কঠিন নয় যে শুধু সংখ্যালঘুরাই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সম্পত্তির মূল্যের জন্য নরম শিকার হয়ে যায়।

2016 তে প্রায় শতাধিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বরিশালের সেন্ট পিটার্স চার্চের জমি দখলের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামে। এই প্রতিবেদন লেখা যখন প্রায় শেষ, তখন খবর এই যে, বাংলাদেশের এসোসিয়েশনের করা উক্ত জমি দখলের বিরুদ্ধের আপিলটি এখনো ঝুলেই আছে।

সম্পত্তি প্রত্যর্পণ: 1971 সালে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাজেয়াপ্ত করা হিন্দু সম্পত্তির প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণের জন্য পরিবার বা ব্যক্তিরা যাতে আবেদন করতে পারেন, সেই জন্য 2011 সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন একটি আবেদনের প্রক্রিয়া ঠিক করেছিল। হিন্দু

সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই সম্পত্তি দখল আইনের দ্বারা। সংবাদ অনুযায়ী 2015-এর মে মাসে হওয়া আইনটির একটি সংযোজনী অনুসারে অতিরিক্ত আরো ছ'হাজার একর জমি ফেরতযোগ্য হবে। সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছে এবং আবেদন প্রক্রিয়া ও যথাযথ ফেরতের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (CHT চুক্তি): CHT চুক্তি হল বাংলাদেশ সরকার এবং ঐ অঞ্চলের জাতিগতভাবে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি রাজনৈতিক চুক্তি ও শান্তি চুক্তি, যাদের মধ্যে প্রায় 50 শতাংশ হলেন থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের অনুগামী। সংযোজন হিসেবে বলা যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা হিন্দু জনসম্প্রদায়ের সংখ্যা বেড়েছে এখানে।বাংলাদেশ সরকার দ্বারা USCIRF-কে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, CHT চুক্তির 72টি অনুচ্ছেদের মধ্যে 48টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, 15টি আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, আর নয়টি এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। তবে এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিরা দাবি করেন যে মাত্র 25টি অনুচ্ছেদই সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যদিও 2016 এর ফেব্রুয়ারিতে এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো দাবী করেছে যে CHT চুক্তির দুই তৃতীয়াংশ কাজ এখনো হয়নি। তবে একটি আশাজনক খবরে বলা হয়েছে CHT এর স্থানীয় পুলিশে এই অঞ্চলের জাতি ও ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে।

রোহিঙ্গা মুসলমান*: কয়েক দশক ধরে:* বাংলাদেশ-বার্মা সীমানার কাছে কক্সবাজারে সরকার-পরিচালিত দু'টি শিবিরে বসবাসকারী আনুমানিক 30,000 রোহিঙ্গা মুসলমানকে বাংলাদেশী সরকার বার্মা থেকে আগত উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচনা করে, আর শিবিরের বাইরে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে বাংলাদেশের অন্যত্র বসবাসকারী 2,00,000 থেকে 5,00,000 রোহিঙ্গা মুসলমানকে অবৈধ অভিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 2015-এর শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা জনসংখ্যার একটি সমীক্ষা চালায়। সংবাদ অনুযায়ী যারা এই জনসমীক্ষায় অংশ নেয় তাদের আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার তরফ থেকে একটি করে পরিচয়পত্র দেওয়ার কথা, যেখানে তাদের চিকিৎসা ও শিক্ষার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

সুপারিশ: USCIRF সুপারিশ করে যে বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার সময় ইউএস সরকারের উচিত: কৌশলগত সহায়তা দেওয়া, এবং বাংলাদেশ সরকারকে তার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জাতীয় "কাউন্টার টেরোরিজম পলিসি"র নীতিকে উন্নত করতে পরামর্শ দেওয়া, প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ও সমস্ত সরকারী কর্মকর্তাদেরকে ধর্মীয় বিভাজনমূলক ভাষা ও ধর্মীয়ভাবে প্রণোদিত হিংসাত্মক ও হয়রানিকর কাজগুলোর ঘন ঘন এবং প্রকাশ্যে নিন্দা করতে অনুরোধ করা; স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার ও বিচারকদের মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদন্ডগুলোর বিষয়ে এবং ধর্মীয়ভাবে প্রণোদিত হিংসাত্মক কাজগুলোর তদন্ত ও বিচার কীভাবে করতে হয় সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশী সরকারকে সহায়তা দেওয়া; এবং বাংলাদেশের সরকারকে জমি দখলের দাবিগুলোর তদন্ত করতে, এবং ব্ল্যাশফেমি আইন রদ করতে অনুরোধ করা। এছাড়াও আমেরিকান গভর্নমেন্টের উচিত, অল্পসংখ্যক লেখক যারা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা মৃত্যুর হুমকির মুখোমুখি হয়েছে তাদের জন্য একটি মানবিক নীতি চালু করা।